বাউবি/অর্থ ও হিসাব-২১৪১/২০১৫/ ৬৮৩

তারিখ ঃ ৫ ভাদ্র ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
২০ আগস্ট ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন বিভাগ হতে গত ১৬/০১/২০২৬খ্রিঃ তারিখে বাউবি/প্রশা(সাধা)/গৃহ নির্মাণ-৭৯(২১/৯)/২০১৩/৪১৯ সংখ্যক স্মারকে গৃহ নির্মাণ নীতিমালা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরে "বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ ফ্ল্যাট ক্রয়/ বাড়ি ক্রয়/ গৃহ নির্মাণ/ গৃহ সংস্কার ঋণ নীতিমালা- ২০২৩(সংশোধনী-২০২৫)" অনুযায়ী বাউবি'র যে সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী গৃহ নির্মাণ ঋণের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক তাঁদেরকে আগামি ২৪-০৮-২০২৬ ইং হতে ০৮-০৯-২০২৬ ইং তারিখের মধ্যে নির্ধারিত আবেদন ফরমে ঋণ বরাদ্দ কমিটির সদস্য-সচিব ও পরিচালক, অর্থ ও হিসাব বিভাগ বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

বাউবি'র যে সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর গণনাযোগ্য চাকরিকাল ১০ (দশ) বছর বা তদুর্দ্ধ তাঁদেরকে গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমে "তফসিল-১ PDF ফরমেট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। বর্ণিত আবেদন ফরম -এর PDF ফরমেট উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট হতে ডাউনলোডপূর্বক পূরণ করা যাবে। উল্লেখ্য, নির্ধারিত সময়ের পরে কোনো আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না এবং দাখিলকৃত আবেদনপত্রে কোনো সংযোজন/বিয়োজন করা যাবে না।

যাচাই-বাচাই কমিটি কর্তৃক আবেদনপত্র যাচাই-বাচাই করার পর ঋণ বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অর্থের সংস্থান থাকা সাপেক্ষে নীতিমালায় উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক মঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্থ প্রদান করা হবে।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে-

20-08-2026

মোঃ সাজ্জাদ হোসেন চৌধুরী
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
অর্থ ও হিসাব বিভাগ, বাউবি।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে) ঃ

১. ডিন/পরিচালক/বিভাগীয় প্রধান (সকল) ...., স্কুল/বিভাগ, বাউবি। বিষয়টি আপনার দপ্তরের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
২. পরিচালক, কম্পিউটার বিভাগ, বাউবি। **প্রজ্ঞাপন এবং ঋণের আবেদন ফরম বাউবি'র ওয়েব সাইটে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।**
৩. ই-লার্নিং হেড, আইসিটি এন্ড ই-লার্নিং সেন্টার, বাউবি। বিষয়টি আপনার দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৪. আইসিটি হেড, আইসিটি এন্ড ই-লার্নিং সেন্টার, বাউবি। বিষয়টি আপনার দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৫. যুগ্ম-পরিচালক ও অডিট সেল প্রধান, অডিট সেল, উপাচার্যের দপ্তর, বাউবি। বিষয়টি আপনার দপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৬. আঞ্চলিক পরিচালক (সকল) ...., আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাউবি। বিষয়টি আপনার আঞ্চলিক কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কেন্দ্রাধীন সকল উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৭. যুগ্ম-পরিচালক, ইন্টারন্যাশনাল একাডেমিক প্রোগ্রাম উইং, বাউবি। বিষয়টি আপনার দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৮. একান্ত সচিব, উপাচার্যের দপ্তর, বাউবি (উপাচার্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)। বিষয়টি আপনার দপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৯. যুগ্ম-পরিচালক, প্রো-উপাচার্যের দপ্তর (শিক্ষা), বাউবি (প্রো-উপাচার্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)। বিষয়টি আপনার দপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১০. সহকারী পরিচালক, প্রো-উপাচার্যের দপ্তর (প্রশাসন), বাউবি (প্রো-উপাচার্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)। বিষয়টি আপনার দপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১. সহকারী পরিচালক, ট্রেজারার দপ্তর, বাউবি (ট্রেজারার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)। বিষয়টি আপনার দপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১২. উপ-পরিচালক, রেজিস্ট্রার দপ্তর, বাউবি। (রেজিস্ট্রার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)। বিষয়টি আপনার দপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৩. জনাব তাপশ কুমার মৃধা, সহকারী পরিচালক,সাধারণ প্রশাসন, প্রশাসন বিভাগ, বাউবি। **বাউবি'র স্কুল, বিভাগ, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র সমূহের সংশ্লিষ্ট সকলকে ই- মেইল এর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ।**
১৪. সংরক্ষিত নথি।

২৯২(১-৮)

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
Bangladesh Open University

"তফসিল-১"

গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ সংস্কারের জন্য ঋণ মঞ্জুরের আবেদনপত্র

১. ঋণ আবেদনকারীর বাউবি আইডি নম্বর : ____________________

২. ঋণ আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর : ____________________

৩. ঋণ আবেদনকারীর নাম : ____________________

৪. পদবী : ____________________

৫. বর্তমান কর্মস্থল : ____________________

৬. পিতার নাম : ____________________

৭. মাতার নাম : ____________________

৮. বর্তমান ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর : ____________________

৯. স্থায়ী ঠিকানা : ____________________

১০. জন্ম তারিখ : ____________________

১১. বাউবি'র চাকরিতে যোগদানের তারিখ : ____________________

১২. বাউবিতে মূল পদে স্ববেতনে ও স্বক্রিয় মোট চাকরিকাল : [ ] বৎসর [ ] মাস [ ] দিন।

১৩. চাকরি হতে অবসর গ্রহণের তারিখ : ____________________

১৪. বর্তমান মূল বেতন ও বেতন স্কেল : ____________________

১৫. চাহিদাকৃত ঋণের পরিমাণ : ____________________

১৬. চাহিদাকৃত ঋণ কি কাজে ব্যবহার করা হবে : ____________________

১৭. ইতোপূর্বে গৃহনির্মাণ ঋণ গ্রহণ করা হলে উক্ত ঋণ গ্রহণের তারিখ ও ঋণের পরিমাণ : ____________________

১৮. যে জমি ক্রয় করা হবে/যে জমিতে গৃহনির্মাণ করা হবে/যে ফ্ল্যাট বা বাড়ি ক্রয় করা হবে বা গৃহ সংস্কার করা হবে, তার পূর্ণ বিবরণ :

১৯. ১ নং- জামিনদার (ঋণ গ্রহীতার স্বামী/ স্ত্রী/ প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান/ প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিশ)

নাম	সম্পর্ক	১ নং জামিনদারের পরিচিতি
		পিতার নাম : ....
		মাতার নাম : ....
		গ্রাম/ শহর : ....
		ডাকঘর : ....
		থানা/উপজেলা: ....
		জেলা : ....
		এনআইডি : ....
		মোবাইল নম্বর : ....

২ নং- জামিনদার (ঋণ গ্রহীতার এক ধাপ নিম্নে/সম/উচ্চ ক্যাটাগরির বাউবি'র যে কোনো শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী)

নাম ও পদবী	সম্পর্ক	২ নং জামিনদারের পরিচিতি
		পিতার নাম : ....
		মাতার নাম : ....
		গ্রাম/ শহর : ....
		ডাকঘর : ....
		থানা/উপজেলা: ....
		জেলা : ....
		এনআইডি : ....
		মোবাইল নম্বর : ....

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
Bangladesh Open University

★ আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রাদির বিবরণ নিম্নোক্ত

গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ বাড়ি ক্রয়/ ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে

i) সদ্য তোলা পাসপোর্ট আকারের এক কপি ল্যাব প্রিন্ট রঙ্গীণ ছবি;

ii) ঋণ আবেদনকারীর নিজ নামে জমি ক্রয়/ বাড়ি ক্রয়/ ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে- ৩০০/- (তিনশত) টাকা মূল্যের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে সম্পাদিত বা রেজিস্ট্রিকৃত মূল বায়নাপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি। সরকারি প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে বরাদ্দপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি;

iii) বিক্রেতার নামে বিএস খতিয়ান/ হালনাগাদ নামজারীর খতিয়ান ও ডিসিআর;

iv) বিক্রেতার নামে হালনাগাদ অনলাইনে খাজনা পরিশোধের দাখিলা;

v) বাড়ি/ফ্লাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাড়ির/ ফ্লাটের অনুমোদিত নক্সার সত্যায়িত ফটোকপি;

vi) বাউবি-তে প্রথম যোগদান গ্রহণপত্রের ফটোকপি।

নিজ স্থাবর সম্পত্তিতে গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে

i) সদ্য তোলা পাসপোর্ট আকারের এক কপি ল্যাব প্রিন্ট রঙ্গীণ ছবি;

ii) যে স্থাবর সম্পত্তিতে গৃহ নির্মাণ করা হবে, উক্ত সম্পত্তি আবেদনকারীর নিজ নামে রেজিস্ট্রিকৃত মূল দলিলের সত্যায়িত ফটোকপি বা একাধিক উত্তরাধিকার সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রিকৃত বন্টননামা মূল দলিলের সত্যায়িত ফটোকপি;

iii) ঋণগ্রহীতার নামে বিএস খতিয়ান/ হালনাগাদ নামজারীর খতিয়ান ও ডিসিআর;

iv) ঋণগ্রহীতার নামে হালনাগাদ অনলাইনে খাজনা পরিশোধের দাখিলা;

v) যে গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণের আবেদন করা হবে, নির্মিতব্য সে গৃহের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত নক্সা; এবং

vi) বাউবি-তে প্রথম যোগদান গ্রহণপত্রের ফটোকপি।

ঘোষণাপত্র

এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আবেদনপত্রে উল্লিখিত সকল তথ্য সম্পূর্ণ সঠিক এবং উল্লিখিত তথ্যে কোনো ভুল প্রমাণিত হলে তার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকব। আমার অনুকূলে প্রার্থিত ঋণ মঞ্জুর করা হলে "বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ ফ্ল্যাট ক্রয়/ বাড়ি ক্রয়/ গৃহ নির্মাণ/ গৃহ সংস্কার ঋণ নীতিমালা, ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৫)"-এর সকল শর্তাবলী মেনে নিতে বাধ্য থাকব এবং বর্ণিত নীতিমালা বহির্ভূত কোনো কাজ হলে সেক্ষেত্রে বাউবি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ: ... ...

সদয় বিবেচনার জন্য অগ্রায়ণ করা হলো।

দপ্তর/ স্কুল/ বিভাগীয় প্রধান/ আঞ্চলিক পরিচালক

স্বাক্ষর ও সীলমোহর

বি: দ্র: ঋণ গ্রহণকারী যে কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঋণ গ্রহণ করবেন, তাকে অবশ্যই উক্ত কাজের জন্য গৃহীত অর্থ ব্যবহার করতে হবে। অন্য কোনো কাজে ঋণের অর্থ ব্যয় বা বিনিয়োগ করা যাবে না। যদি অন্য কোনো কাজে ব্যয় করেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহণকারী দায়ী থাকবেন।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
Bangladesh Open University

"তফসিল-২"

স্মারক নং- তারিখ: বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

জনাব . . . .
. . . .
. . . .

বিষয় : গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ ফ্ল্যাট ক্রয়/ বাড়ি ক্রয়/ গৃহ নির্মাণ-এর জন্য ঋণ মঞ্জুরীপত্র।

সূত্র :

জনাব
উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, "বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ ফ্ল্যাট ক্রয়/ বাড়ি ক্রয়/ গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা, ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৫) মোতাবেক আপনার দাখিলকৃত আবেদনপত্র ঋণ বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক সদয় বিবেচনাপূর্বক আপনার অনুকূলে . . . ./- (. . . . .) টাকা ঋণ মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, উক্ত নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৯(ক) এ উল্লিখিত বৈধ মূল কাগজপত্রসহ আবেদন এই ঋণ মঞ্জুরীপত্র স্বাক্ষরের পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে পরিচালক, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, বাউবি ও সদস্য-সচিব, ঋণ বরাদ্দ কমিটি-এর দপ্তরে দাখিলের পর মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণ করা হবে। শর্ত থাকে যে, উক্ত নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৯(ক) এ উল্লিখিত বৈধ মূল কাগজপত্রসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করা না হলে এই "ঋণ মঞ্জুরীপত্র" বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধন্যবাদান্তে,

/স্বাক্ষর ও তারিখ
(নাম. . . . .)
পরিচালক, অর্থ ও হিসাব বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
ও
সদস্য-সচিব, ঋণ বরাদ্দ কমিটি।

অনুলিপি-সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:
১। রেজিস্ট্রার, বাউবি (ঋণ বরাদ্দ পত্রের অনুলিপি ঋণ গ্রহীতার ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঋণ শাখা, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, বাউবি (প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ স্বতন্ত্র ঋণ নথি প্রস্তুতের জন্য)।
৩। সংশ্লিষ্ট নথি।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
Bangladesh Open University

"তফসিল-৩"

"গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ গৃহ নির্মাণ/ ফ্ল্যাট ক্রয়/ বাড়ি ক্রয় এর জন্য ঋণ গ্রহণের চুক্তিপত্র"

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ট্রেজারার, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ঋণদাতা হিসেবে অভিহিত করা হবে এবং যাকে দিয়ে প্রাসঙ্গিক হলে উত্তরাধীকারী ও স্বত্ব নিয়োগী বুঝাবে)।

..........................প্রথম পক্ষ/ ঋণ দাতা।

জনাব ...., পদবী: .... বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫, পিতা:.., মাতা:..., জাতীয় পরিচয়পত্র নং- .... ধর্ম: ...., জাতীয়তা: বাংলাদেশী, স্থায়ী ঠিকানা:..

..........................দ্বিতীয় পক্ষ/ঋণ গ্রহীতা।

.... খ্রি: তারিখে পূর্বে গৃহীত আসল ঋণের পরিমাণ: .... টাকা, কথায়: .... টাকা এবং বর্তমানে গৃহীত আসল ঋণের পরিমাণ: ....টাকা, কথায়: .... টাকা সর্বমোট আসল ঋণের পরিমাণ: .... টাকা, কথায়: .... টাকা।

পরম করুণাময় মহান আল্লাহ্ তায়ালার নামে "বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা, ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৫)" এর অধীনে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ঋণ গ্রহণের নিমিত্তে নিম্নলিখিত শর্তে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হলো।

শর্তাবলী:

১। নতুন এবং পুরাতন উভয় ঋণ গ্রহীতাগণের গৃহনির্মাণ ঋণের সম মাসিক কিস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২১৬ সম মাসিক কিস্তি সংখ্যা এবং ৪% সরল কিস্তি সুবিধা ফি'র হার প্রযোজ্য হবে এবং মোট কিস্তি সুবিধা ফি'র পরিমাণ এবং সম মাসিক কিস্তির পরিমাণ নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হবে:

<table>
<tr><td>$$\text{মোট কিস্তি সুবিধা ফি'র পরিমাণ} = \frac{\text{আসল ঋণ} \times \text{কিস্তি সংখ্যা} \times \text{কিস্তি সুবিধা ফি'র হার}}{২ \times ১২ \times ১০০}$$</td><td rowspan="2">আসল ঋণ= নতুন ঋণ গ্রহীতাগণের ক্ষেত্রে, গৃহীত আসল ঋণ। পুরাতুন ঋণ গ্রহীতাগণের ক্ষেত্রে, পূর্বে গৃহীত ঋণের সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধের পর পূর্বে গৃহীত অনাদায়ী অবশিষ্ট আসল ঋণের সাথে বর্তমানে গৃহীত আসল ঋণ।
কিস্তি সুবিধা ফি'র হার=৪%।</td></tr>
<tr><td>$$\text{সম মাসিক কিস্তির পরিমাণ} = \frac{(\text{আসল ঋণ+মোট কিস্তি সুবিধা ফি'র পরিমাণ})}{২১৬}$$</td></tr>
</table>

২। নতুন এবং পুরাতন উভয় ঋণ গ্রহীতাগণের ক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ ১০(ক) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত সম মাসিক কিস্তির পরিমাণ (যে মাসে ঋণ বিতরণ করা হবে তার অব্যবহিত পরের মাস হতে) ঋণ গ্রহীতাগণের মাসিক বেতন-ভাতাদির বিল থেকে পি.আর.এল এর শেষ মাস পর্যন্ত আদায় করা হবে (তফসিল-৫ এর উদাহরণ-১ ও ২ দ্র:)।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
Bangladesh Open University

৩। ঋণ গ্রহীতার মৃত্যুবরণের/পদত্যাগের/অব্যাহতি গ্রহণের/চূড়ান্ত অবসর গ্রহণের/বরখাস্তের/চাকরিচ্যুতির তারিখের পূর্ব দিন পর্যন্ত যথানিয়মে সম মাসিক কিস্তিতে কিস্তি সুবিধা ফিসহ গৃহ নির্মাণ ঋণের অর্থ আদায়ের পর কোনো অনাদায়ী আসল ঋণ অবশিষ্ট থাকলে, সেই অনাদায়ী আসল ঋণের অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উক্ত ঋণ গ্রহীতার প্রাপ্য ভবিষ্য তহবিল/লাম্পগ্র্যান্ট/আনুতোষিক/পেনশন/কল্যাণ তহবিল/যৌথবীমার অর্থ হতে সমন্বয়/আদায় করা যাবে। এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার প্রাপ্য ভবিষ্য তহবিল/লাম্পগ্র্যান্ট/আনুতোষিক/পেনশন/কল্যাণ তহবিল/যৌথবীমার অর্থ যে তারিখেই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করা হোক না কেনো, ঋণ গ্রহীতার মৃত্যুবরণের/পদত্যাগের/অব্যাহতি গ্রহণের/চূড়ান্ত অবসর গ্রহণের/বরখাস্তকরণের/চাকরিচ্যুতি করার তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী তারিখেই অবশিষ্ট অনাদায়ী আসল ঋণ সমন্বয় করা হবে।

৪। ঋণ গ্রহণের পর কোনো ঋণ গ্রহীতা সাময়িক বরখাস্ত হলে তাঁর "খোরাকি ভাতা" থেকে মাসিক ঋণের কিস্তি আদায় করা সম্ভব না হলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ঋণ গ্রহীতা বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রাপ্যতাসহ চাকরিতে পুনর্বহাল হলে, তাঁর প্রাপ্য বকেয়া বেতন-ভাতাদির বিল থেকে এককালীন সমুদয় বকেয়া ঋণের কিস্তি আদায় করা হবে। তবে পরবর্তীতে উক্ত ঋণ গ্রহীতা বকেয়া বেতন-ভাতাদি ব্যতীত চাকরিতে পুনর্বহাল হলে, ঋণের বকেয়া মাসিক কিস্তি সম্পূর্ণ আদায় হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর মাসিক বেতন-ভাতাদির বিল থেকে নিয়মিত সম মাসিক কিস্তির সাথে প্রতি এক মাসের বকেয়া মাসিক কিস্তির ৫০% সমপরিমাণ অর্থ একত্রে আদায় করা হবে।

৫। ঋণ গ্রহীতার ইচ্ছা অনুযায়ী অবশিষ্ট অনাদায়ী সমুদয় আসল ঋণের অর্থ এককালীন অগ্রিম পরিশোধ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে, ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিচালক, অর্থ ও হিসাব বিভাগ বরাবর আবেদনে উল্লিখিত অবশিষ্ট অনাদায়ী সমুদয় আসল ঋণের অর্থ এককালীন পরিশোধের তারিখের পূর্ব দিন পর্যন্ত কিস্তি সুবিধা ফি সহ আসল কিস্তি আদায়পূর্বক ধার্য্যকৃত তারিখে অবশিষ্ট অনাদায়ী আসল ঋণের সমুদয় অর্থ এককালীন বাউবি'র নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করে তার ব্যাংক রশিদ পরিচালক, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, বাউবি-এর নিকট দাখিল করতে হবে।

৬। আদায়যোগ্য সমুদয় কিস্তি সুবিধা ফি'র অর্থ এবং আসল ঋণের অর্থ পরিশোধের পূর্বে কোনো ঋণ গ্রহীতা ডেপুটেশনে বা লিয়েনে বা শিক্ষা ছুটিতে গেলে সেক্ষেত্রে, অবশিষ্ট সমুদয় ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

৭। অবশিষ্ট অনাদায়ী আসল ঋণের অর্থ ঋণ গ্রহীতার বাউবি থেকে প্রাপ্য সমুদয় অর্থ থেকেও যদি সমন্বয় বা আদায় করা সম্ভব না হয় তবে, ঘাটতিকৃত অবশিষ্ট অর্থ ঋণ গ্রহীতার "১নং জামিনদারের" ব্যক্তিগত তহবিল হতে পরিশোধ করতে হবে। যদি "১নং জামিনদার" ঘাটতিকৃত অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ না করে তবে, উক্ত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে বাউবি কর্তৃপক্ষ মৃত ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র "১নং জামিনদার" এবং অন্যান্য ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা এবং "১নং জামিনদার" এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

৮। "২নং জামিনদার" ঋণ গ্রহীতার পদের অব্যবহিত পূর্ব পদের (immediately preceding post) বা সমপদের বা উচ্চ পদের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী হতে হবে।

৯। ঋণ দাতা ও ঋণ গ্রহীতা উভয় পক্ষের এই চুক্তিনামা পড়ে এর মর্ম অবগত হয়ে এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিপত্রে উল্লিখিত সকল শর্তাবলী এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/ বাড়ি ক্রয়/ গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা, ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৫) এর সকল শর্তাবলী ও বিধান মেনে চলবো এবং পালন করতে বাধ্য থাকব।

ঋণ গ্রহণের তারিখ :

....
ঋণ গ্রহীতার নাম/স্বাক্ষর/ঠিকানা/পদবী

....
ঋণ দাতা সংস্থার পক্ষে ঋণ দাতার স্বাক্ষর/পদবী

উপস্থিত স্বাক্ষীগণের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর ঃ

১।

২।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
Bangladesh Open University

"তফসিল-৪ক"

"১নং জামিনদার-এর অঙ্গীকারনামা"
(ঋণ গ্রহীতার স্বামী/ স্ত্রী/ প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান/ প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিশ)

আমি .... পিতা: .... মাতা: .... স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম/মহল্লা:.. পোস্ট: .... উপজেলা/থানা: .... জেলা: .... বর্তমান ঠিকানা: সাং-হোল্ডিং নং- .... পোস্ট: .... উপজেলা/থানা: .... জেলা: .... এনআইডি/ পাসপোর্ট নং- .... বর্তমান বয়স: .... ধর্ম:.. পেশা: .... চাকরির সময়কাল: .... বৎসর (চাকরি করিলে), কর্মস্থলের নাম/প্রতিষ্ঠানের নাম (চাকরি করিলে) ...., সম্পর্ক: .... মোবাইল (নিজ) নম্বর: .... মোবাইল (অভিভাবক): .... ই-মেইল/ফ্যাক্স: .... জাতীয়তা: বাংলাদেশী।

১। আমি এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, জন্মসূত্রে আমি বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা। এই অঙ্গীকারনামায় উল্লিখিত বিবরণসমূহ সত্য ও সঠিক। আমি কোনো প্রকার প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করি নাই বা করব না।

২। আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে, ঋণ গ্রহীতা জনাব .... বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাউবি) .... পদে .... বিভাগ/স্কুলে চাকরিরত আছেন। তিনি তফসিলে বর্ণিত যে সম্পত্তির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বাউবি'র নিকট জমা রেখেছেন, উক্ত সম্পত্তিতে আমি বা অন্য ওয়ারিশ অংশীদার নয়। তার সম্পত্তি সম্পূর্ণ নিষ্কন্টক।

৩। আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে, ঋণ গ্রহীতা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করছেন তার (অনাদায়ী সরল কিস্তি সুবিধা ফি ও গৃহীত আসল ঋণের বকেয়া অর্থ) পরিমাণের চেয়ে বাউবি'র নিকট ঋণ গ্রহীতার প্রাপ্য ভবিষ্য তহবিল/ লাম্পগ্র্যান্ট/ আনুতোষিক/ পেনশন/ কল্যাণ তহবিল/ যৌথবীমার পরিমাণ কম হলে এবং উক্ত কম পরিমাণ অর্থ ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে আদায় করা সম্ভব না হলে, সেক্ষেত্রে উক্ত কম পরিমাণ অর্থ আমার ব্যক্তিগত তহবিল হতে বাউবি-কে পরিশোধ করতে আইনত বাধ্য থাকব। কোনো কারণে আমি ঋণ গ্রহীতার অনাদায়ী সরল কিস্তি সুবিধা ফি ও গৃহীত আসল ঋণের বকেয়া অর্থ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়-কে পরিশোধে ব্যর্থ হলে বা অপরাগতা প্রকাশ করলে, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনাদায়ী সরল কিস্তি সুবিধা ফি ও বকেয়া আসল ঋণের অর্থ আমার নিকট থেকে আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন, এতে আমার কোনো ওজর-আপত্তি থাকবে না।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
Bangladesh Open University

৪। আমার উপরোল্লিখিত বক্তব্যসমূহ মিথ্যা হলে বা অঙ্গীকার অনুযায়ী কার্য না করলে, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারবেন। মামলার যাবতীয় খরচও আমি পরিশোধ করতে বাধ্য থাকব।

এই অঙ্গীকারনামা পড়ে বা অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে এর মর্ম অবগত হয়ে স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করলাম।

অঙ্গীকারকারীর স্বাক্ষর

স্বাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষরঃ

১।

২।

২৯২(খ)

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
Bangladesh Open University

"তফসিল-৪খ"

"২নং জামিনদার-এর অঙ্গীকারনামা"

(ঋণ গ্রহীতার পদের অব্যবহিত পূর্ব পদের (immediately preceding post) বা সমপদের বা উচ্চ পদের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী)

আমি .... পদবী: ...., প্তর/স্কুল/বিভাগ/আঞ্চলিক কেন্দ্র/উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র: ...., পিতা: .... মাতা: .... স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম/মহল্লা:.. পোস্ট: .... উপজেলা/থানা: ...., জেলা: ...., বর্তমান ঠিকানা: সাং-হোল্ডিং নং- .... পোস্ট: .... উপজেলা/থানা: .... জেলা: ...., এনআইডি/পাসপোর্ট নং- ...., বর্তমান বয়স: ...., ধর্ম: .... পেশা: .... চাকরির সময়কাল: .... বৎসর, নিজ মোবাইল নম্বর: .... স্বামী/স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান/ওয়ারিশের মোবাইল নম্বর: .... ই-মেইল: .... জাতীয়তা: বাংলাদেশী।

০১। আমি এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, জন্মসূত্রে আমি বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা। এই অঙ্গীকারনামায় উল্লিখিত বিবরণসমূহ সত্য ও সঠিক। আমি কোনো প্রকার প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করি নাই বা করব না।

০২। আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে, ঋণ গ্রহীতা জনাব .... বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের .... পদে .... বিভাগ/স্কুলে চাকরিরত আছেন।

০৩। আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে, ঋণ গ্রহীতা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করছেন তার (অনাদায়ী সরল কিস্তি সুবিধা ফি ও গৃহীত আসল ঋণের বকেয়া অর্থ) পরিমাণের চেয়ে বাউবি'র নিকট ঋণ গ্রহীতার প্রাপ্য ভবিষ্য তহবিল/ লাম্পগ্র্যান্ট/ আনুতোষিক/ পেনশন/ কল্যাণ তহবিল/ যৌথবীমার পরিমাণ কম হলে এবং উক্ত কম পরিমাণ অর্থ ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে বা "১নং জামিনদার" এর নিকট থেকে আদায় করা সম্ভব না হলে, সেক্ষেত্রে উক্ত কম পরিমাণ অর্থ আমার প্রাপ্য ভবিষ্য তহবিল/ কল্যাণ তহবিল/ যৌথবীমার অর্থ হতে সমন্বয় করা যাবে। এতে আমি বা আমার ওয়ারিশগণ কোনো প্রকার ওজর আপত্তি করতে পারবে না। কেউ কোনো প্রকার আপত্তি করলে তা সর্বাদলতে অগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে।

এই অঙ্গীকারনামা পড়ে এর মর্ম অবগত হয়ে স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করলাম।

অঙ্গীকারকারীর স্বাক্ষর

স্বাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষরঃ

১।

২।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
Bangladesh Open University

"তফসিল-৫"

উদাহরণ-১: মনে করি, এই নীতিমালা অনুযায়ী একজন নতুন ঋণ গ্রহীতা ৭৫,০০,০০০.০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ২১৬ কিস্তি সংখ্যা এবং ৪% সরল কিস্তি সুবিধা ফি'র হার এর ভিত্তিতে আদায়যোগ্য সম মাসিক কিস্তি হবে নিম্নরূপ:-

নতুন ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ঋণ গ্রহণের পর সম মাসিক কিস্তি (EMI) নিরূপণের হিসাব পদ্ধতি			
বিবরণ		ঋণ বিতরণের মাস থেকে কিস্তি কর্তন শুরুর ক্ষেত্রে হিসাব পদ্ধতি	
ক) মোট কিস্তি সুবিধা ফি'র পরিমাণ	=	আসল ঋণ x কিস্তি সংখ্যা x কিস্তি সুবিধা ফি'র হার / ২ x ১২ x ১০০	
ক) মোট কিস্তি সুবিধা ফি'র পরিমাণ	=	৭৫,০০,০০০ x ২১৬ x ৪ / ২ x ১২ x ১০০	=২৭,০০,০০০.০০ টাকা
খ) যোগ আসল ঋণের পরিমাণ	=		৭৫,০০,০০০.০০ টাকা
গ) মোট (আসল ঋণ+ মোট কিস্তি সুবিধা ফি'র পরিমাণ)	=		১,০২,০০,০০০.০০ টাকা
ঘ) সম মাসিক কিস্তির পরিমাণ (গ÷২১৬)	=		৪৭,২২২.২২ টাকা

উদাহরণ-২: মনে করি, এই নীতিমালা অনুযায়ী একজন পুরাতন ঋণ গ্রহীতার পূর্বে গৃহীত অনাদায়ী অবশিষ্ট আসল ঋণ ৫৫,০০,০০০.০০ টাকা এবং বর্তমানে ১০,০০,০০০.০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ২১৬ কিস্তি সংখ্যা এবং ৪% সরল কিস্তি সুবিধা ফি'র হার-এর ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত আদায়যোগ্য সম মাসিক কিস্তি হবে নিম্নরূপ:-

পুরাতন ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ঋণ গ্রহণের পর সম মাসিক কিস্তি (EMI) নিরূপণের হিসাব পদ্ধতি			
বিবরণ		ঋণ বিতরণের মাস থেকে কিস্তি কর্তন শুরুর ক্ষেত্রে হিসাব পদ্ধতি	
ক) মোট কিস্তি সুবিধা ফি'র পরিমাণ	=	আসল ঋণ x কিস্তি সংখ্যা x কিস্তি সুবিধা ফি'র হার / ২ x ১২ x ১০০	
ক) মোট কিস্তি সুবিধা ফি'র পরিমাণ	=	(৫৫,০০,০০০+১০,০০,০০০) x ২১৬ x ৪ / ২ x ১২ x ১০০	=২৩,৪০,০০০.০০ টাকা
খ) যোগ আসল ঋণের পরিমাণ	=		৬৫,০০,০০০.০০ টাকা
গ) মোট (আসল ঋণ+ মোট কিস্তি সুবিধা ফি'র পরিমাণ)	=		৮৮,৪০,০০০.০০ টাকা
ঘ) সম মাসিক কিস্তির পরিমাণ (গ÷২১৬)	=		৪০,৯২৫.৯৩ টাকা

নিরীক্ষা প্রতিপাদন

অডিট সেল কর্তৃক নিরীক্ষান্তে অর্থ কমিটির ১৫৮তম সভায় এবং বিওজি'র ১৯৮তম সভায় অনুমোদিত "বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা, ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৫)" সঠিক মর্মে প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায়, উক্ত নীতিমালাটি বাস্তবায়নের জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করা যেতে পারে।

-২৯৩(১-৫)

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
Bangladesh Open University

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে
জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা, ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৫)

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ-এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ঋণ বরাদ্দ সংক্রান্ত নীতিমালা নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হলো:

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন:** এই নীতিমালা "বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা, ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৫)" নামে অভিহিত হবে এবং এই নীতিমালা বোর্ড অব গভর্নরস্-এর অনুমোদনের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞা: এই নীতিমালায়-

ক) "আবেদনকারী" বলতে "বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা, ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৫)" এর অধীনে ঋণ আবেদনকারী-কে বুঝাবে।

খ) "ঋণ গ্রহীতা" বলতে "বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা, ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৫)" এর অধীনে বা ইতোপূর্বে বাউবিতে কার্যকর সকল গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালার অধীনে ঋণ গ্রহণকারী-কে বুঝাবে।

গ) "কর্মকর্তা" বলতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রো-উপাচার্য, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, পরিচালক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, গ্রন্থাগারিক, সিস্টেম ম্যানেজার, যুগ্ম-পরিচালক/আঞ্চলিক পরিচালক/সমপদের বেতন গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা, উপ-পরিচালক/সমপদের বেতন গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী/সমপদের বেতন গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা, সহকারী পরিচালক/সমপদের বেতন গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা, অডিট অফিসার/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/প্রশাসনিক কর্মকর্তা/সেকশন অফিসার/সমপদের বেতন গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা-কে বুঝাবে।

ঘ) "কর্মচারী" বলতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১তম বেতন গ্রেড থেকে ২০তম বেতন গ্রেডের সকল কর্মচারীকে বুঝাবে।

ঙ) "শিক্ষক" বলতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষককে বুঝাবে।

চ) বিশ্ববিদ্যালয়/বাউবি বলতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়-কে বুঝাবে।

৩। **গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা**

৩.১। গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা

ক) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি স্থায়ীকরণ হওয়া এবং বাউবি'তে সন্তোষজনকভাবে ১০ (দশ) বছর সক্রিয় চাকরি পূর্তি সাপেক্ষে বাউবি-তে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

খ) নতুন আবেদনকারী বাউবি শিক্ষকদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৬২ বছর এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৫৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে, কোনো কারণে প্রাপ্য ঋণের সিলিং এর চেয়ে প্রথমবার কম ঋণ গ্রহণ করা হলে অথবা সরকার কর্তৃক প্রাপ্য ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা হলে অথবা পদোন্নতি প্রাপ্তিতে প্রাপ্য ঋণের সিলিং বৃদ্ধি পেলে, অবশিষ্ট প্রাপ্য ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমার উক্ত শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

গ) স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিতে কর্মরত থাকলে তাদের মধ্যে যেকোনো একজন ঋণ গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

ঘ) বাউবি'র কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী একবারই ঋণ গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তবে, কোনো কারণে প্রাপ্য ঋণের সিলিং এর চেয়ে প্রথমবার কম ঋণ গ্রহণ করা হলে অথবা সরকার কর্তৃক প্রাপ্য ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা হলে অথবা পদোন্নতি প্রাপ্তিতে প্রাপ্য ঋণের সিলিং বৃদ্ধি পেলে, অবশিষ্ট প্রাপ্য ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে একের অধিকবার ঋণ গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

ঙ) বাউবি'র কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাউবি'র গাজীপুরস্থ ক্যাম্পাস শাখার জনতা ব্যাংক থেকে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও জনতা ব্যাংক এর সাথে MOU অনুযায়ী গৃহনির্মাণ ঋণ গ্রহণ করে থাকলে তারাও অন্যান্য শর্তাদি পূরণ

সাপেক্ষে গৃহনির্মাণ ঋণ গ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে গৃহীত গৃহনির্মাণ ঋণের অবশিষ্ট অনাদায়ী আসল ঋণের সমপরিমাণ অর্থ, উক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নামে বরাদ্দকৃত বাউবি'র গৃহনির্মাণ ঋণের অর্থ থেকে "ম্যানেজার, জনতা ব্যাংক পিএলসি, বাউবি ক্যাম্পাস শাখা" এর নামে পৃথক একাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে অর্থ ও হিসাব বিভাগ কর্তৃক সরাসরি "ম্যানেজার, জনতা ব্যাংক পিএলসি, বাউবি ক্যাম্পাস শাখা" এর নিকট হস্তান্তরপূর্বক যৌথ প্রাপ্তিস্বীকার গ্রহণ করা হবে।

৩.২। **গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির অযোগ্যতা**

ক) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি স্থায়ীকরণ করা না হলে এবং বাউবি'তে সন্তোষজনকভাবে ১০ (দশ) বছর সক্রিয় চাকরি পূর্ণ না হলে, গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

খ) কোনো আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আদালত কর্তৃক কোনো ফৌজদারী মামলার অভিযোগ গঠন করা হলে অথবা বিভাগীয় মামলায় তদন্ত চলমান থাকলে অথবা দোষী সাব্যস্ত হলে, এই নীতিমালার অধীনে ঋণ পাওয়ার অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং তাঁর আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

গ) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী অন্যত্র প্রেষণে বা লিয়েনে থাকাকালীন এ ঋণ গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

ঘ) অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/সরকারি/আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য/প্রো-উপাচার্য/ট্রেজারার বা অন্য কোনো পদে প্রেষণ/লিয়েন/খণ্ডকালীন/চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত হলে, এ ঋণ গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৪। **ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবেদনপত্র দাখিলের জন্য নোটিশ জারি**

বাজেট বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে অথবা সংশোধিত বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখার শর্ত সাপেক্ষে এবং ঋণ বরাদ্দ কমিটির সভাপতির নির্দেশক্রমে প্রত্যেক অর্থ বছরের প্রথম কোয়ার্টারে (জুলাই হতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে) বা এই নীতিমালা বিওজি কর্তৃক অনুমোদনের পরবর্তী ১ (এক) মাসের মধ্যে ঋণ বরাদ্দ কমিটির সদস্য-সচিব পরিচালক, অর্থ ও হিসাব বিভাগ কর্তৃক ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবেদনপত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিলের জন্য নোটিশ জারি করবেন।

৫। **প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ঋণের আবেদনপত্র দাখিল পদ্ধতি**

ক) অনুচ্ছেদ-৩ অনুযায়ী গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য বাউবি'র শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে "তফসিল-১" এ উল্লিখিত আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে তার সাথে অনুচ্ছেদ-৫(খ) এ উল্লিখিত প্রযোজ্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে নিয়ন্ত্রণকারী শিক্ষক/কর্মকর্তার মাধ্যমে "পরিচালক, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, বাউবি ও সদস্য-সচিব, ঋণ-বরাদ্দ কমিটি"-এর দপ্তরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করতে হবে।

তবে; কোনো কারণে প্রাপ্য ঋণের সিলিং এর চেয়ে প্রথমবার কম ঋণ গ্রহণ করা হলে অথবা সরকার কর্তৃক প্রাপ্য ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা হলে অথবা পদোন্নতি প্রাপ্তিতে প্রাপ্য ঋণের সিলিং বৃদ্ধি পেলে, অবশিষ্ট প্রাপ্য ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র "তফসিল-১" এ উল্লিখিত আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে, অনুচ্ছেদ-৫(খ) এ উল্লিখিত কাগজপত্র পুনরায় সংযুক্ত করতে হবে না।

খ) ঋণের নির্ধারিত আবেদনপত্রের সাথে যে সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে, তা নিম্নরূপ:-

<u>গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে</u>

i) সদ্য তোলা পাসপোর্ট আকারের এক কপি ল্যাব প্রিন্ট রঙ্গীণ ছবি;

ii) ঋণ আবেদনকারীর নিজ নামে জমি ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে- ৩০০/- (তিনশত) টাকা মূল্যের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে সম্পাদিত বা রেজিস্ট্রিকৃত মূল বায়নাপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি। সরকারি প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে বরাদ্দপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি:

iii) বিক্রেতার নামে বিএস খতিয়ান/হালনাগাদ নামজারির খতিয়ান ও ডিসিআর;

iv) বিক্রেতার নামে হালনাগাদ অনলাইনে খাজনা পরিশোধের দাখিলা;

v) বাড়ি/ফ্লাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাড়ির/ফ্লাটের অনুমোদিত নক্সার সত্যায়িত ফটোকপি;

vi) বাউবি-তে প্রথম যোগদান গ্রহণপত্রের ফটোকপি; এবং

vii) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম চাকরি স্থায়ীকরণ পত্রের ফটোকপি।

<u>নিজের স্থাবর সম্পত্তিতে গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে</u>

i) সদ্য তোলা পাসপোর্ট আকারের এক কপি ল্যাব প্রিন্ট রঙ্গীণ ছবি;

ii) যে স্থাবর সম্পত্তিতে গৃহ নির্মাণ করা হবে, উক্ত সম্পত্তি আবেদনকারীর নিজ নামে রেজিস্ট্রিকৃত মূল দলিলের সত্যায়িত ফটোকপি বা একাধিক উত্তরাধিকার সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রিকৃত বন্টননামা মূল দলিলের সত্যায়িত ফটোকপি;

iii) ঋণগ্রহীতার নামে বিএস খতিয়ান/হালনাগাদ নামজারির খতিয়ান ও ডিসিআর;

iv) ঋণগ্রহীতার নামে হালনাগাদ অনলাইনে খাজনা পরিশোধের দাখিলা;

v) যে গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণের আবেদন করা হবে, নির্মিতব্য সে গৃহের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত নক্সা;

vi) বাউবি-তে প্রথম যোগদান গ্রহণপত্রের ফটোকপি; এবং

vii) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম চাকরি স্থায়ীকরণ পত্রের ফটোকপি।

৬। <u>জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ এর জন্য ক্যাটাগরি অনুযায়ী প্রাপ্য ঋণের সিলিং</u>

ক) ক্যাটাগরি ভিত্তিক পদমর্যাদা/পদের বেতন গ্রেড অনুযায়ী প্রাপ্য ঋণের সিলিং

ক্যাটাগরি	বাজেট বরাদ্দকৃত অর্থের ক্যাটাগরি ভিত্তিক ঋণ বরাদ্দের হার	কলাম-২ এর বরাদ্দকৃত অর্থ অনুযায়ী ঋণ বিভাজনের হার	পদবী বা পদের বেতন গ্রেড	সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য ঋণের সিলিং (টাকা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
ক	৩৩.৩৩%	৩০%	অধ্যাপক	৭৫,০০,০০০/- (পঁচাত্তর লক্ষ)
		৩০%	সহযোগী অধ্যাপক	
		৩০%	সহকারী অধ্যাপক	৬৫,০০,০০০/- (পয়ষট্টি লক্ষ)
		১০%	প্রভাষক	
খ	৩৩.৩৩%	১৫%	রেজিস্ট্রার/পরিচালক/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/ সমপদের কর্মকর্তা	৭৫,০০,০০০/- (পঁচাত্তর লক্ষ)
		২০%	যুগ্ম-পরিচালক/যুগ্ম-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/ আঞ্চলিক পরিচালক/ সমপদের কর্মকর্তা	
		২০%	উপ-পরিচালক/উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/উপ-আঞ্চলিক পরিচালক/সমপদের কর্মকর্তা	
		২০%	নির্বাহী প্রকৌশলী/ প্রোগ্রামার/ সহকারী পরিচালক/সমপদের কর্মকর্তা	৬৫,০০,০০০/- (পয়ষট্টি লক্ষ)
		২০%	অডিট অফিসার/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/প্রশাসনিক কর্মকর্তা/সমপদের কর্মকর্তা (৯ম গ্রেডের কর্মকর্তা)	
		৫%	১০ম বেতন গ্রেডের কর্মকর্তা	৫৫,০০,০০০/- (পঞ্চান্ন লক্ষ)
গ	৩৩.৩৩%	৩৩.৩৩%	১১তম বেতন গ্রেড থেকে১৩তম বেতন গ্রেডের সকল কর্মচারী। তবে ৯ম গ্রেডভুক্ত গাড়ীচালকগণ ১১তম বেতন গ্রেড থেকে১৩তম বেতন গ্রেডের সিলিং অনুযায়ী গৃহনির্মাণ ঋণ প্রাপ্য হবেন।	৫৫,০০,০০০/- (পঞ্চান্ন লক্ষ)
		৩৩.৩৩%	১৪ তম বেতন গ্রেড থেকে১৭ তম বেতন গ্রেডের সকল কর্মচারী	৪০,০০,০০০/- (চল্লিশ লক্ষ)
		৩৩.৩৩%	১৮ তম বেতন গ্রেড থেকে২০ তম বেতন গ্রেডের সকল কর্মচারী	৩৫,০০,০০০/- (পয়ত্রিশ লক্ষ)

খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ-এর সিলিং সময় সময় বৃদ্ধি করা হলে, বর্ধিত সিলিং স্বয়ংক্রীয়ভাবে এই নীতিমালায় আত্মীকৃত (Adopt) হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং সেই বর্ধিত সিলিং উক্ত ৬(ক) অনুচ্ছেদের ৪ নং কলামে উল্লিখিত "পদবী বা পদের বেতন গ্রেডের" বিপরীতে ৫ নং কলামে উল্লিখিত "প্রাপ্য ঋণের সিলিং" এর স্থলে স্বয়ংক্রীয়ভাবে স্থলাভিষিক্ত হবে।

৭। ঋণ বরাদ্দ কমিটি

ক) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ ফ্ল্যাট ক্রয়/ বাড়ি ক্রয়/ গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা, ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৫) অনুযায়ী ঋণের আবেদন বিবেচনাপূর্বক যোগ্য আবেদনকারীগণের প্রাপ্যতা অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুরীর লক্ষ্যে "ঋণ বরাদ্দ কমিটি" নামে নিম্নোক্ত কমিটি থাকবে:-

১)	উপাচার্য (পদাধিকার বলে)	সভাপতি
২)	উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন প্রো-উপাচার্য	সদস্য
৩)	ট্রেজারার, বাউবি	সদস্য
৪)	উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত দুই জন ডীন, বাউবি	সদস্য
৫)	রেজিস্ট্রার, বাউবি	সদস্য
৬)	পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, বাউবি	সদস্য
৭)	সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক, শিক্ষক সমিতি, বাউবি	সদস্য
৮)	সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক, কর্মকর্তা সমিতি, বাউবি	সদস্য
৯)	সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক, কর্মচারী সমিতি, বাউবি	সদস্য
১০)	পরিচালক, অর্থ ও হিসাব, বাউবি (পদাধিকার বলে)	সদস্য-সচিব

খ) উপ-অনুচ্ছেদ ৭ (ক) এর ক্রমিক নং ৭, ৮ ও ৯ এ উল্লিখিত সমিতির নির্বাচিত সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বিদ্যমান না থাকলে, আর্থিক বিধি-বিধান সম্পর্কে দক্ষতাসম্পন্ন একজন শিক্ষক, একজন কর্মকর্তা ও একজন কর্মচারীকে ঋণ বরাদ্দ কমিটির সদস্য হিসেবে উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত করবেন।

গ) উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণ ২ (দুই) বছর কমিটির সদস্য পদে সমাসীন থাকবেন। তবে, তাদের স্থলে উপাচার্য কর্তৃক নতুন সদস্য মনোনয়ন প্রদান না করা পর্যন্ত পূর্বের মনোনীত সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন।

৮। **ঋণ বরাদ্দ কমিটির সভা আহবান, যোগ্য আবেদনকারী নির্বাচন এবং প্রাপ্যতা অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুরী প্রদান**

নোটিশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রাদি যাচাই-বাচাইয়ের লক্ষ্যে ঋণ বরাদ্দ কমিটির সদস্য-সচিবের নেতৃত্বে অর্থ ও হিসাব বিভাগ এবং অডিট সেল-এর উপ-পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহে এমন ৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত "যাচাই-বাছাই কমিটি" কর্তৃক কাগজপত্রাদি যাচাই-বাছাই করা হবে। যাচাই-বাছাই কমিটি অনুচ্ছেদ-৯(খ) অনুযায়ী প্রাপ্ত পয়েন্ট-এর উর্দ্ধক্রমানুসারে এবং অনুচ্ছেদ-৬(ক)-তে উল্লিখিত ক্যাটাগরি ভিত্তিক পদমর্যাদা/পদের বেতন গ্রেড ভিত্তিক ঋণের প্রাপ্য সিলিং অনুযায়ী তালিকা তৈরি করবেন। প্রয়োজনে বাউবি কর্তৃপক্ষ "অধিকতর যাচাই-বাচাই কমিটি" গঠনের মাধ্যমে কাগজপত্রাদি যাচাই-বাছাই করতে পারবেন। যাচাই-বাছাই এর পর ঋণ বরাদ্দ কমিটির সভাপতির নির্দেশনা অনুযায়ী ঋণ বরাদ্দ কমিটির সদস্য-সচিব কর্তৃক ঋণ বরাদ্দ কমিটির সভা আহ্বান করবেন এবং ঋণ বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ অর্থ কমিটি ও বোর্ড অব গভর্ণরস্ এর অনুমোদনক্রমে অর্থ ও হিসাব বিভাগ মঞ্জুরীকৃত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯। **ঋণ মঞ্জুরীপত্র জারি ও মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণ পদ্ধতি**

ক) ঋণ বরাদ্দ কমিটির সভার স্বাক্ষরিত কার্যবিবরণীর ঋণ মঞ্জুরী (যা বোর্ড অব গর্ভণরস্ কর্তৃক অনুমোদিত) মোতাবেক ঋণ বরাদ্দ কমিটির সদস্য-সচিব কর্তৃক "তফসিল-২" মোতাবেক "ঋণ মঞ্জুরীপত্র" জারি করে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে প্রদান করবেন। আবেদনকারী কর্তৃক "ঋণ মঞ্জুরীপত্র" প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিম্নোক্ত বৈধ কাগজপত্র পরিচালক, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, বাউবি ও সদস্য-সচিব, ঋণ বরাদ্দ কমিটি-এর দপ্তরে দাখিল করতে হবে:-

i) "ঋণ মঞ্জুরীপত্র" প্রাপ্ত সকল আবেদনকারীকে তাঁর সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ল্যাব প্রিন্ট রঙ্গীন ছবি, বাউবি আইডি কার্ডের সত্যায়িত ফটোকপি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপিসহ ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের নন-জ্যুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে "তফসিল-৩" এর ফরমেটে ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত মূল ঋণ চুক্তিপত্র; এবং

ii) ঋণ মঞ্জুরীপত্র প্রাপ্ত সকল আবেদনকারীকে তাঁর ঋণের "১ নং জামিনদার" হিসেবে ঋণ গ্রহীতার স্বামী/স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান/প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিশ-এর মধ্যে যে কোনো একজনের সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ল্যাব প্রিন্ট রঙ্গীন ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপিসহ ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের নন-জ্যুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে "তফসিল-৪(ক)" এর ফরমেটে "১ নং জামিনদার" কর্তৃক স্বাক্ষরিত মূল জামিননামা এবং ঋণের "২ নং জামিনদার" হিসেবে ঋণ গ্রহীতার পদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পদের (immediately preceding post) বা

সমপদের বা উচ্চ পদের বাউবি'র একজন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ল্যাব প্রিন্ট রঙ্গীন ছবি, বাউবি আইডি কার্ডের সত্যায়িত ফটোকপি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপিসহ ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের নন-জ্যুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে "তফসিল-৪(খ)" এর ফরমেটে "২ নং জামিনদার" কর্তৃক স্বাক্ষরিত মূল জামিননামা।

শর্ত থাকে যে, উপর্যুক্ত বৈধ কাগজপত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিচালক, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, বাউবি ও সদস্য-সচিব, ঋণ বরাদ্দ কমিটি-এর দপ্তরে দাখিল করা না হলে অথবা ঋণ মঞ্জুরীপত্র প্রাপ্ত কোনো আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আদালত কর্তৃক ফৌজদারী মামলার অভিযোগপত্র (charge sheet) গঠন করা হলে বা বিভাগীয় মামলায় তদন্ত চলমান থাকলে অথবা দোষী সাব্যস্ত হলে জারীকৃত "ঋণ মঞ্জুরীপত্র" বাতিল বলে গণ্য হবে।

খ) ঋণ আবেদন পত্র যাচাই বাছাই কমিটি কর্তৃক তৈরিকৃত পয়েন্ট টেবিলের উর্দ্ধক্রমানুসারে (আবেদনকারী বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ (ছয়) মাসের বেশি কিন্তু ১ (এক) বছরের কম চাকরির অভিজ্ঞতার জন্য ১ (এক) পয়েন্ট; বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি ১ (এক) বছর পূর্ণ চাকরির অভিজ্ঞতার জন্য ২ (দুই) পয়েন্ট প্রাপ্য হবেন। উপ-অনুচ্ছেদ ৬(ক) এ উল্লিখিত ক্যাটাগরির পদবী বা পদের বেতন গ্রেড ভিত্তিক ঋণের সিলিং অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ ঋণ প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান থাকা সাপেক্ষে এবং ঋণ বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক মঞ্জুরী প্রদান সাপেক্ষে যোগ্যতম আবেদনকারীগণ প্রাপ্য হবেন।

গ) ঋণ মঞ্জুরীপত্র প্রাপ্ত আবেদনকারী কর্তৃক অনুচ্ছেদ-৯(ক) এ উল্লিখিত বৈধ কাগজপত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিচালক, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, বাউবি ও সদস্য-সচিব, ঋণ বরাদ্দ কমিটি-এর দপ্তরে দাখিলের পর মঞ্জুরীকৃত ঋণ প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান সাপেক্ষে এক কিস্তিতে বিতরণ করা হবে।

ঘ) ঋণের চেক হস্তান্তরের পূর্বে যে কোনো সময়ে মাননীয় উপাচার্য যৌক্তিক কারণে ঋণ মঞ্জুরীপত্র বাতিল করতে পারবেন।

১০। কিস্তি সুবিধা ফি'র হার, কিস্তি সংখ্যা, কিস্তি সুবিধা ফি ও আসল ঋণসহ সম মাসিক কিস্তির পরিমাণ নির্ধারণ ও আদায়

ক) নতুন এবং পুরাতন উভয় ঋণ গ্রহীতাগণের গৃহনির্মাণ ঋণের সম মাসিক কিস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২১৬ সম মাসিক কিস্তি সংখ্যা এবং ৪% সরল কিস্তি সুবিধা ফি'র হার প্রযোজ্য হবে এবং মোট কিস্তি সুবিধা ফি'র পরিমাণ এবং সম মাসিক কিস্তির পরিমাণ নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হবে:

মোট কিস্তি সুবিধা ফি'র পরিমাণ=	$\dfrac{\text{আসল ঋণ} \times \text{কিস্তি সংখ্যা} \times \text{কিস্তি সুবিধা ফি'র হার}}{২ \times ১২ \times ১০০}$	আসল ঋণ= নতুন ঋণ গ্রহীতাগণের ক্ষেত্রে, গৃহীত আসল ঋণ। পুরাতুন ঋণ গ্রহীতাগণের ক্ষেত্রে, পূর্বে গৃহীত ঋণের সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধের পর পূর্বে গৃহীত অনাদায়ী অবশিষ্ট আসল ঋণের সাথে বর্তমানে গৃহীত আসল ঋণ।
সম মাসিক কিস্তির পরিমাণ =	$\dfrac{\text{(আসল ঋণ+মোট কিস্তি সুবিধা ফি'র পরিমাণ)}}{২১৬}$	কিস্তি সুবিধা ফি'র হার=৪%।

খ) নতুন এবং পুরাতন উভয় ঋণ গ্রহীতাগণের ক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ ১০(ক) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত সম মাসিক কিস্তির পরিমাণ (যে মাসে ঋণ বিতরণ করা হবে তার অব্যবহিত পরের মাস হতে) ঋণ গ্রহীতাগণের মাসিক বেতন-ভাতাদির বিল থেকে পি.আর.এল এর শেষ মাস পর্যন্ত আদায় করা হবে (তফসিল-৫ এর উদাহরণ-১ ও ২ দ্রঃ)।

গ) ঋণ গ্রহণের পর কোনো ঋণ গ্রহীতা সাময়িক বরখাস্ত হলে তাঁর "খোরাকি ভাতা" থেকে মাসিক ঋণের কিস্তি আদায় করা সম্ভব না হলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ঋণ গ্রহীতা বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রাপ্যতাসহ চাকরিতে পুনর্বহাল হলে, তাঁর প্রাপ্য বকেয়া বেতন-ভাতাদির বিল থেকে এককালীন সমুদয় বকেয়া ঋণের কিস্তি আদায় করা হবে। তবে পরবর্তীতে উক্ত ঋণ গ্রহীতা বকেয়া বেতন-ভাতাদি ব্যতীত চাকরিতে পুনর্বহাল হলে, ঋণের বকেয়া মাসিক কিস্তি সম্পূর্ণ আদায় হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর মাসিক বেতন-ভাতাদির বিল থেকে নিয়মিত সম মাসিক কিস্তির সাথে প্রতি এক মাসের বকেয়া মাসিক কিস্তির ৫০% সমপরিমাণ অর্থ একত্রে আদায় করা হবে।

ঘ) যেহেতু, পেনশন প্রাপ্য গণনাযোগ্য চাকরি সমাপনান্তে কোনো ঋণ গ্রহীতার মৃত্যুবরণের/পদত্যাগের/অব্যাহতি গ্রহণের/চূড়ান্ত অবসর গ্রহণের/বরখাস্ত করণের/চাকরিচ্যুতি করার তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী তারিখেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট তাঁর প্রাপ্য অর্থ পাওয়ার অধিকারী হন, সেহেতু ঋণ গ্রহীতার ঋণ গ্রহীতার মৃত্যুবরণের/পদত্যাগের/অব্যাহতি গ্রহণের/চূড়ান্ত অবসর গ্রহণের/বরখাস্তের/চাকরিচ্যুতির তারিখের পূর্ব দিন পর্যন্ত যথানিয়মে সম মাসিক কিস্তিতে কিস্তি সুবিধা ফিসহ গৃহ নির্মাণ ঋণের অর্থ আদায়ের পর কোনো অনাদায়ী আসল ঋণ অবশিষ্ট থাকলে, সেই অনাদায়ী আসল ঋণের অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট

উক্ত ঋণ গ্রহীতার প্রাপ্য ভবিষ্য তহবিল/লাম্পগ্র্যান্ট/আনুতোষিক/পেনশন/কল্যাণ তহবিল/যৌথবীমার অর্থ হতে সমন্বয় বা আদায় করা যাবে। তবে, অবসরপ্রাপ্ত ঋণ গ্রহীতা আবেদন করলে তাঁর নিকট অবশিষ্ট প্রাপ্য আসল ঋণের অর্থ তাঁর প্রাপ্য আনুতোষিক থেকে এককালীন আদায়/সমন্বয় করা যাবে।

এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার প্রাপ্য ভবিষ্য তহবিল/লাম্পগ্র্যান্ট/আনুতোষিক/পেনশন/কল্যাণ তহবিল/যৌথবীমার অর্থ যে তারিখেই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করা হোক না কেনো, ঋণ গ্রহীতার মৃত্যুবরণ করার/পদত্যাগ করার/অব্যাহতি গ্রহণ করার/চূড়ান্ত অবসর গ্রহণের/বরখাস্তকরণের/চাকরিচ্যুতি করার তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী তারিখেই অনাদায়ী অবশিষ্ট আসল ঋণ সমন্বয় করা হবে।

ঙ) ঋণ গ্রহীতার ইচ্ছা অনুযায়ী অবশিষ্ট অনাদায়ী সমুদয় আসল ঋণের অর্থ এককালীন অগ্রিম পরিশোধ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে, ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিচালক, অর্থ ও হিসাব বিভাগ বরাবর আবেদনে উল্লিখিত অবশিষ্ট অনাদায়ী সমুদয় আসল ঋণের অর্থ এককালীন পরিশোধের তারিখের পূর্ব দিন পর্যন্ত কিস্তি সুবিধা ফি সহ আসল কিস্তি আদায়পূর্বক ধার্য্যকৃত তারিখে অবশিষ্ট অনাদায়ী আসল ঋণের সমুদয় অর্থ এককালীন বাউবি'র নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করে তার ব্যাংক রশিদ পরিচালক, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, বাউবি-এর নিকট দাখিল করতে হবে।

চ) আদায়যোগ্য সমুদয় কিস্তি সুবিধা ফি'র অর্থ এবং আসল ঋণের অর্থ পরিশোধের পূর্বে কোনো ঋণ গ্রহীতা ডেপুটেশনে বা লিয়েনে বা শিক্ষা ছুটিতে যেতে চাইলে সেক্ষেত্রে, অবশিষ্ট সমুদয় ঋণের অর্থ বাউবি'র নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদানের ব্যাংক রশিদ দাখিল সাপেক্ষে ডেপুটেশন বা লিয়েন শিক্ষা ছুটি বিবেচনা করা যাবে।

১১। ব্যাখ্যা/নির্দেশনা

এই নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যদি এমন কোনো অবস্থার সম্মুখীন হয়, যে বিষয়ে এই নীতিমালায় সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা/নির্দেশনা নাই, সেক্ষেত্রে বাউবি'র অর্থ ও হিসাব বিভাগ এবং অডিট সেল-এর মতামত এবং ট্রেজারার-এর সুপারিশের আলোকে মাননীয় উপাচার্যের নির্দেশনাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১২। রহিতকরণ ও হেফাজত

(ক) এই নীতিমালা অনুমোদন এবং কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণের জন্য জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ সংস্কার নীতিমালা-২০২৩ এবং বিগত ২৪-০৯-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অব গভর্নরস্-এর ১৯০তম সভায় অনুমোদিত উক্ত নীতিমালা রহিত করা হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

(খ) উক্ত নীতিমালা রহিত হওয়া সত্ত্বেও রহিতকৃত নীতিমালার অধীনে গৃহীত কার্যক্রম "বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা, ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৫)" এর সহিত সংগতি সাপেক্ষে এই নীতিমালার অধীনে কার্যকর থাকবে।